ভোরের শিশির

****

গার্গী ভট্টাচার্য

ভোরের শিশির

গার্গী ভট্টাচার্য

COPYRIGHTED MATERIAL

Information and Images;
Internet, credit goes to them .

Sarada Mani

My life has become a symbol .

In my life the words-- walk,work and wake are all actually guided by various spiritual symbols .

Writer .

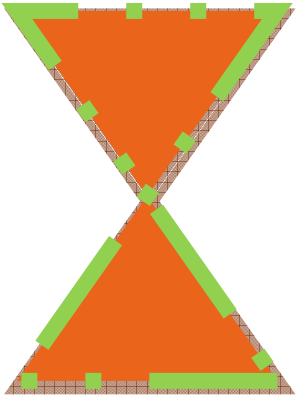

****

The happiness of the world is transitory. The less you become attached to the world, the more you enjoy peace of mind.

The world is going on because not all can be free of desires. People with desires are born again and again.

We suffer as a result of our own actions; it is unfair to blame anybody for it.

One should not hurt others even by words. One must not speak an unpleasant truth unnecessarily.

Don't be afraid. Human birth is full of suffering and one has to endure everything patiently, taking the Name of God. None, not even God in human form can escape the sufferings of the body and mind.

However strong or beautiful this body may be, its culmination is in those three pounds of ashes. And still people are so attached to it. Glory be to God.

When one realizes God, He grants knowledge and illumination from within; one knows it oneself. In

the fullness of one's spiritual realization one will find that He who resides in one's heart, resides in the hearts of others as well - the oppressed, the persecuted, the untouchable, and the outcast.

Even Avataras, saints, and sages have to undergo the ordeal of suffering, for they take upon themselves the burden of sins of omission and commission of ordinary human beings and thereby sacrifice themselves for the good of humanity.

~ Quotes of Sarada Mani Maa .

—

শ্রী রমণ মহর্ষির আশ্রমে একবার অনেক ভক্ত আসেন । হঠাৎ করেই তাদের আগমন হলে খেতে দেবার কিছু না থাকায় লোকে একটু সংকটে পড়ে । সেইসময় আশ্রম তত বড় হয়নি । তখন মহর্ষি রান্নার লোকেদের আদেশ দেন সবজি কেটে বাতিল করা বেগুনের বোটাগুনো আবার নিয়ে এসে ভালো করে ধুয়ে ও কেটে নিয়ে রন্ধন করে ওদের খেতে দিতে । সবাই অবাক হয়ে যায় । অনেকেই বলে ওঠে যে ভগবান , (মহর্ষিকে আমরা ভক্তরা এই নামেই ডাকি আর মহর্ষির কোনো শিষ্য হয়না সবাই ভক্ত) এই জিনিস তো গরুও খাবেনা !

কিন্তু ভগবান ওদের আদেশ দেন ওটা কেটে দিতে এবং মহর্ষি সেই বস্তু নিয়ে রান্না করে দেন । অসম্ভব শক্ত ঐ সবজিগুনো চমৎকার একটি তরকারিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় ও

সবাই হাত চেটে খেতে শুরু করে এবং কম পড়তে শুরু করে।

এর অর্থ হল ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নেই কাজেই ভরসা রাখো সব হবে। তুমি যা মনে করছো তার বাইরেও জিনিস ও শক্তি রয়েছে। তুমি যা জানো বা পারো সেটা তোমার সীমাবদ্ধতা কিন্তু পরম পুরুষ সব পারেন। চাইলে সোনাকেও পাথর ও কালোপাথরকেও চটকদার রূপাতে বদলে দিতে সক্ষম আর তা বহুবার দেখা গিয়েছে।

এবার সঙ্গীতকারদের কথা লিখি। অনেক গায়ক ও গীতিকার এঁরা এবার অসীম শক্তিশালী হবেন। এনাদের গান ও লিপি মিরাকেল সৃষ্টি করবে।

এনারা নামী গান্ধার। গন্ধর্বলোকের বাসিন্দা।

এমনিতে খ্যাতনামা কিন্তু এবারে আরো চমৎকারিত্বের দিশা দেখা যাবে এদের ক্যারিয়ারে।

লিস্ট হল, ম্যাডোনা , ক্লিফ রিচার্ড , মাইকেল লার্ন্স টু রক্ , কাটিং ক্রু (জাস্ট ডায়েড ইন ইওর আর্মস টু নাইট) , মডার্ণ টকিংস ,

মাইকেল জ্যাকসন,পেট শপ বয়েজ ,ডা: অ্যালবান (ইট্স্ মাই লাইফ) ও ইওর ইন দা আর্মি নাও ওনাদের ব্যান্ড- Bolland Bolland । এনাদের গান এখন থেকে ৫/৬ বিলিয়ন আরো বিক্রি ছাড়িয়ে যাবে। ইউ-টিউবে স্ক্রি নয় । উল্টোদিকে টেলর সুইফ্ট ও লেডি গাগার বাজার পড়ে যাবে । অত্যন্ত অপদস্ত করে এদের সরিয়ে দেবে মিউজিক দুনিয়া ও পরবর্ত্তীতে এরা মন্ডুকের জন্ম নেবে ও সঙ্গীতের বদলে ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দ করবে গলা দিয়ে । ৫০০০০ বছর ব্যাঙ হয়ে এই জগতে জন্ম

নেবে ও বাস করবে । তারও আগে যাবে কৃমিভোজ নরকে ।

কারণ এরা প্রতিভার বদলে অন্য জিনিস ব্যবহার করে উঠেছে এবং কেবল তাই নয় সঙ্গীত জগতের অনেক মহান প্রতিভাকে হত্যা করেছে ও তাদের কণ্ঠস্বর রোধ করে ভয়েস বক্স চিরদিনের মত চোক্ করে দিয়েছে ।

এরাও শয়তানি শক্তি জাগায় নিয়মিত তাই এদের ফ্যান বেস এত বেশি । লোকে ডিলিউশানে পড়ে যায় এদের দেখে । সোনাকে না চিনতে পেরে ফেক্ সোনালী গয়নাকে সোনা ভেবে বসে ।

শনিদেবের ডাইরেক্ট এনার্জি এদের ওপরে পড়ছে । তাই খুব শীঘ্রই এদের খেল খতম হবে ও দুনিয়া থেকে নাম ও সঙ্গীতের নিশান মিটে যাবে ।

আর মেসেজ আসছে যে সবার সত্য , মঙ্গল ও প্রেমময় সত্ত্বাদের ফলো করা উচিৎ অর্থাৎ যাঁরা আত্মাকে শান্তি দিতে সক্ষম।

তাই সত্যজিৎ রায়, মহেশ ভাট , রামগোপাল ভার্মা , উত্তম কুমার , জনি ডেপ্ , অ্যাঞ্জেলিনা জলি , সিলভেস্টার স্ট্যালোন ,

মেল শিবসন , এলিজাবেথ টেলর , কিনু রিভস্ , ক্যাথরিন জিটা জোনস্ , কেটি হোমস্ , নিকোল কিডম্যান , ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা এদের কাজ দেখুন।

উডি অ্যালানের মতন লোকের কাজ নাইবা দেখলেন। আপনার আত্মাকে কলুষিত করবে ।

লোকটি ক্যানিবালিজ্ম পর্যন্ত করে। নিজের পাওয়ার ও আর্টিস্টিক পাওয়ার তো মিসউইজ করেই প্লাস অন্যান্য অশুভ শক্তির খপ্পরে

পড়ে নাশকতা মূলক কাজ করে সভ্য সমাজে বসে বসে।

অমর্ত্য সেন আমাকে বলছে যে ইয়াদ রাখেগি দুনিয়া গুন্ডাগর্দি করে গেলো মুনিয়া।

মুনিয়া আমার ডাকনাম।

আমি বললাম যে কৃষ্ণকে কেউ গুন্ডা বলেনা।

আমি ধর্ম যুদ্ধের অংশ মাত্র। কিন্তু নন্দনা দেবসেনকে লোকে পর্ণস্টার বলবে, চাঁদের বৌ; ঐসব সুন্দরী নক্ষত্রদের মধ্যে ফেলবে না আর। যা লুকিয়ে করছিলো এবার তা বাইরে চলে আসবে।

কৃমিভোজ নরকে পা দেবে অমর্ত্য আর ওর এক্স নবনীতা যাবে পাপনাশিনী নরকে যা নব নরক। ১২৮টি নরকের মধ্যে। এখানে আত্মাদের ড্রাই রোস্ট করা হয়ে থাকে যতক্ষণ না তারা দম্ভ থেকে বার হতে সক্ষম হয় আবার

একটি জড় জগতের উপযোগী দেহ ধারণ করার জন্য।

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু , তর্কে বহুদূর।

রমণ মহর্ষির এক ভক্ত আছে ডেভিড গডম্যান নামে সে থিরুভান্নামলাইতে থাকে।

মহর্ষিকে নিয়ে লিখেছে অনেক। অনেক বই আছে। মহর্ষি যখন জীবিত ছিলেন তখন সে তার আগের জনমে ছিলো ও এক ব্রটিশ সৈনিক ছিলো যে ভারতে কাজ করতো ও একদিন ওদের ভারী ভারি আর্মি ট্রাক থিরুভান্নামালাই নগ্র দিয়ে যাবার সময় মহর্ষি প্রকৃতির ডাক দিতে যান অরণ্যে ও ডেভিড তখন আর্মি ভেহিকেল থেকে লম্ফ দিয়ে মহর্ষির সাথে একবারের জন্য দেখা করে যায়। কারণ তার মহর্ষিকে ভালোলাগে। কোনোভাবে সে জানতে পারে যে এইখানে মহর্ষি বাস করেন। প্রণাম করে সে চলে যায়। পরে মহর্ষি বলে যে এই সৈনিক আর জীবনে কোনোদিন আমার কাছে আসতে সক্ষম হবেনা এর এত ডিফিকাল্ট কর্ম। আর যেই আর্মি ট্রাক থেকে সে নেমে এসেছিলো সেটাও মাত্র

কয়েক সেকেন্ডের জন্য থেমেছিলো আশ্রমের কাছে তার ভেতরে সে প্রণাম করে ফিরে যায়। সবই হয়ত ভগবানের কৃপা।

এই জন্মে সে অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজে পড়ার সময় মহর্ষির কথা জেনে ভারতে চলে আসে ও এখন থিরুভান্নামালাইতেই বসবাস করে।

এখানে আশ্রমে লাইব্রেরীতে কাজ করেছে ও অনেক বই লিখেছে মহর্ষিকে নিয়ে। পশ্চিমী লোকেরা ওকে গডম্যান থেকে গডের আসনে বসিয়ে ফেলেছে। এমন অবস্থা যে পুঞ্জাজি অর্থাৎ সেল্ফ রিয়েলাইজ্‌ড পাপাজীকে পর্যন্ত লোকে বাই সেক্সুয়াল বলে গালি দিতে শুরু করেছে আর তাঁর সুযোগ্য শিষ্য মুজিকে ওমানাইজার বলতে ছাড়েনা অথচ ডেভিড গডম্যান হল সাক্ষাৎ শিবঠাকুর। আমার সাথেও অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করেছিলো এই মক্‌কেল একসময়। অথচ টেকনিক্যালি আমি ওর গুরু বোন। তাই আধ্যাত্মিক ভাবে

এগোনো হলে ওর উচিৎ ছিলো আমাকে সাদরে গ্রহণ করা।

এরা ইগো কমানোর পথে এসে ইগো বাড়িয়ে ফেলে। এই ব্যাক্তি এখন থিরুভান্নামালাইতে সেক্স গুরুর ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছে। মিনি রজনীশ বলা চলে।

এর স্যাঙাৎ হল হেনরি যাকে ইস্কন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সে রমণ মহর্ষিকে নকল করে তার বৌয়ের মৃত্যুর সময় বুকের ডান দিকে হাতে রেখে (রাইট সাইডে স্পিরিচুয়াল হার্ট আছে) মরণের ফাঁদ থেকে মুক্তি দেয়।

ভগবান এটি করেন ওঁর মাকে মোক্ষ দেবার জন্য। মা, আড়াগাম্মালের মৃত্যুর সময় ভগবান এমনভাবে ওঁকে মোক্ষ দেন। ডান ডিকে স্পিরিচুয়াল হার্ট আছে তাই সেখানে আলতো করে হাত দিয়ে দৈব শক্তি দিয়ে মোক্ষ প্রদান করা হয়। অথচ হেনরি এটাকে

ছ্যাবলামোর পর্যায়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে আর তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে ডেভিড গডম্যান।

ডেভিডের কারিকুলাম ভিটে হল বহু সেল্ফ রিয়েলাইজ্‌ড্‌ অদ্বৈতবাদী মাস্টারের সাক্ষাৎ পেয়েছে সে যা সচরাচর লোকে পায়না আর তাই তার দম্ভ এত বেড়ে গিয়েছে যে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছে । যেমন পাপাজী , নিসর্গদত্ত মহারাজ , হয়তবা রঞ্জিৎ মহারাজও হবে ইত্যাদি । কিন্তু পরম সত্যকে যাঁরা জেনেছেন তাঁদের নিকটে যাবার উপকারিতা যেমন আছে সেরকম মুশকিলও আছে । এহল সেই নুর । যা দিয়ে সারাজগৎ আলোকিত । কাজেই তা দিয়ে ব্যবসা করতে গেলেই সমস্যা হবে।

লোডশেডিং হবার প্রবল সম্ভাবনা ।তাই এই ব্যাক্তি সামনের জনমে অভিজাত সমাজে জিগোলো হয়ে জন্ম নেবে । আর শ্রী রমণ মহর্ষিকে পুরোপুরি ভুলে যাবে। মহর্ষির প্রস্তর

মুরতির সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেও সে আর তাঁকে মনে করতে সক্ষম হবেনা , পুরোপুরি স্পিরিচুয়াল স্মৃতিভ্রম হয়ে যাবে। এইভাবে বহু জন্ম চলার পরে যখন আত্মা থেকে মাছি খসে পড়বে তখন ডেভিড নির্মল হবে ও আবার মহর্ষিকে সে মনে করতে সক্ষম হবে।

এটা কোনো শাস্তি নয়। এটা হল তার প্রবৃত্তি যা থেকে তাকে মুক্তি পেতে হবে নচেৎ আরো নিম্নগামী হতে থাকবে তার চেতনা যা তাকে নরকে পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে সক্ষম।

তাই ইগোকে রোধ করার জন্য ভগবান এই ব্যবস্থা নেবেন। তারপর ৬০ থেকে ৬৫ বছর পরে তার মোক্ষ হয়ে যাবে যা এই কলিকালের জন্য খুবই কম সময়। তবে ডেভিডকে তার মধ্যে বেশ কিছু জন্ম পশু ও পাখির জন্মও নিতে হবে যা মহর্ষির প্রায় সব শিষ্যরাই নিতে অভ্যস্ত।

এবার উর্জার কথা দিয়ে শেষ করবো আজকের মত।

এগুলি চ্যানেল্ড্ মেসেজ। কেউ ব্যাক্তিগত ভাবে নেবেন না।

উর্জা হল এই যে কসমস তৈরি হবার সময় প্রতিটি আত্মাকে মহাবিশ্ব এক একটি বিভাগে শক্তির সীমা বেঁধে দেয় তাই পরিমিত পরিমানে শক্তি খরচ করতে বলা হয়।

অতিরিক্ত সেক্স করা বা ভোজন বা জিহ্বা ব্যবহার করলে অতিরিক্ত এনার্জি খরচ হয়ে একসময় এমন হবে যে প্রতিটা জন্মতেই এসব জিনিস আর ব্যবহার করতে পারবে না কেউ। হয় নপুংসক হবে নয়ত বোবা এরকম।

তাই স্পিরিচুয়ালিটি বলে পরিমিত জীবন যাপন করো তাহলে সুন্দর ও সুস্থ জন্মগুনো ভোগ করবে নচেৎ এমন সময় আসবে যখন প্রতিটা ক্ষণে তোমার ভোগ ব্যাতীত আর কিছুই রইবে

না । আর এগুলি দৈব থেকেও বেশি ফিজিক্স । আমাদের ফিজিক্স বলেনা যে টোটাল এনার্জি কনসার্ভড্ মহাবিশ্বেও । তাইতো । এও সেরকম অনেকটা । তাই শক্তির সঞ্চয় করতে হয় স্পিরিচুয়াল সাধনা করে করে ও আপগ্রেড করতে হয় তাকে নাশ ও বিপথগামী না করে ।

সাধ্বী সাইনড্ আউট ।

“All power is within you; you can do anything and everything. Believe in that, do not believe that you are weak; do not believe that you are half-crazy lunatics, as most of us do nowadays. You can do any thing and everything, without even the guidance of any one. Stand up and express the divinity within you.”

— Swami Vivekananda

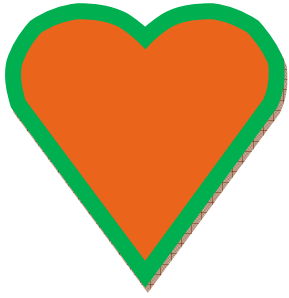

আমি একজন কায়স্থ মেয়ে । আমার ধর্ম হল লেখা । কারণ কায়স্থদের ধর্ম হল লেখালেখি করে সমাজের উপকার করা । কলম ধরতে জানেনা এমন কায়স্থ প্রায় নেই । ব্রাহ্মণরা যেমন পুজোপাঠ করে থাকে সেরকম কায়স্থরা হয় কলম/মসী/কালি**জীবি** । আর আমি একজন লেখিকা হিসেবে হলাম আজকাল ***মাউস জীবি ।*** কারণ আমি সোজাসুজি আলোকতন্তুর মেশিনে অক্ষর খোদাই করি । আমি অক্ষর শিল্পী ।

হাতে লিখে করিনা । তাই বেশ ভুল ধরা পড়ে যায় অন্য সময় দেখলে । টাইপো ও বাংলা সফটওয়্যারের পোকার কারণে । সফটওয়্যারও কোভিডে আক্রান্ত মনে হয় । প্রচুর বাগ ওখানে ।

এবার আমি রাজস্থানের কর্ণিমাতার মতন ইঁদুরের মালকিন হয়ে বসেছি । কাজেই ইঁদুর সঞ্চালনের কাজ করছি সমানে । লিখেই চলেছি একের পর এক অক্ষরমালা । বর্ণমালা ।এবার যা তথ্য দেবো তা আরো মজার কিন্তু গল্প হলেও সত্য । পর পর লিখে যাচ্ছি যা আমার কাছে আসছে । কিন্তু এসব পড়ে আমাকে কেউ মন্দ মনে করবে না কারণ এগুলি আমার মস্তিষ্ক প্রসূত নয় । নিখাদ যাঁরা

সাধক তাঁদের দিয়ে ভেরিফাই করে নিতে পারো তোমরা নিজেরা । এই পুস্তকে অনেক সংকেত হয়ত খুঁজে পাবেন লোকে যা আমার পক্ষে লেখা একেবারেই অসম্ভব একজন মানবী হিসেবে ।

আমি নিজের মনে বসে আছি আর এক এক করে মায়া শাড়ি থেকে তুলে চলেছি মায়া চোরকাঁটা ।

এইসব লেখা অটোমেটিক হয় (অটোমেটিক রাইটিং) । আমি কিছু ভেবে লিখিনা । যোগিনী হিসেবে আমার কোনো পরিবর্তন করার সুযোগ ও ক্ষমতা নেই । আমি অক্ষরগুলোতে রং চং লাগাতে পারি মাত্র ও ডিজাইন করতে পারি এই অবধিই ।

সরস্বতী ও মাতঙ্গী (তান্ত্রিক মহাবিদ্যা বা নীল সরস্বতী) আমাকে দিয়ে লেখান ।

আমি হলাম মাইকের মতন । একটি কর্ডলেস মাইক । যার না আছে ব্রেন,না পৌষ্টিক তন্ত্র আর না কোনো হাত-পা । আমাকে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করা যায়না কারণ আমার দেহ নেই । আমি কিছু বুঝিনা কি লিখলে আমার ক্ষতি হবে কারণ আমার মস্তিষ্ক নেই আবার আমার কোনো হাত-পা নেই যে আমি এই যে বই লিখছি তা সম্পাদনা করতে পারি ।

কেবল মাউথ পিসের মতন কথা বলে চলেছি । তবে এই মাইকের বৈদ্যুতিক শক্তি হল ঐশী জাত ।

তাই চাইলেও কেউ একে ভাঙতে বা নষ্ট করতে পারবে না । কর্ডলেস মাইক তাই সরবরাহ করেই চলে অনবরত কিছু কথা , সংবাদ । যার উৎস অলৌকিক এফ-এম রেডিও স্টেশান আর রেডিও জকি স্বয়ং পরমেশ্বর । তাই আমার ভয়, ভাবনা ও ভড়ং নেই ।কারণ আমার কাছে দ্বৈত কোনো জগৎ নেই ; আমি ব্যাতীত । এই জগৎ আমার থেকেই শুরু হয় ও আমাতেই মিলিয়ে যায় ।